দৈনিক ইত্তেফাক

৯০

তারিখ ... ... APR 0 8 2000
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ...

মতিঝিল মডেল কলেজ

ছাত্রীদের আকুতি 'আমরা এখন কোথায় যাইব'

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ১৩২ জন ছাত্রীর ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে মেধাবী ছাত্রীরা আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারিবে না। গতকাল (শুক্রবার) জাতীয়

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রীদের আকুতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রেসক্লাবে হতভাগ্য ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভুঁইয়া এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীসহ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রীরা তাহাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বর্ণনা দিয়া আবেগআপ্লুত কণ্ঠে বলেন, অধ্যক্ষ তাহাদের বলিয়াছেন, 'ভাগ্যে যদি থাকে তবে তোমরা পরীক্ষা দিবে।' কিন্তু অভিবাবকরা বলেন, ঢাকা বোর্ড জানাইয়া দিয়াছে এই বছর ১৩২ জন ছাত্রীর এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ তাহারা যে গ্রুপে ফরম ফিলাপ করিয়াছে সেই গ্রুপের বিষয়গুলি কলেজে লেখাপড়া করানো হয় নাই। উপরন্তু টেস্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার জন্যও বেশী সময় নাই। এমতাবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ছলছাতুরির আশ্রয় নিয়া ছাত্রী ও অভিভাবকদের যে প্রতারণা করিয়াছে উহা সত্যিই দুঃখজনক বলিয়া তাহারা উল্লেখ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ সময় থাকিতেই বিষয়টি অবহিত ছিলেন যে, ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন যথাযথ করা হয় নাই। কিন্তু উহা জানা সত্ত্বেও তাহারা কি করিয়া ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ ও ফরম ফিলাপ করেন। এই প্রশ্ন অভিভাবকদের। এদিকে বর্তমান অধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘটনার জন্য সাবেক অধ্যক্ষ আবদুল মতিনকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার সময়ে রেজিষ্ট্রেশন করা হয় এবং এনসিটিবি অনুযায়ী বিষয় পড়ানো হয় নাই। কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ যোগদানের পরও ৭ মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি অবশ্য তাহার বক্তব্যে সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আহত কলেজ ছাত্রী ফিরোজা আখতার পপি সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশের প্রহারে আহত হইয়া সে হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছে। তাহার ন্যায় ঝর্ণা, আসমাসহ অনেকেই আহত হইয়াছে। কলেজ অধ্যক্ষ তাহাদের সহিত কথা বলার নাম করিয়া পুলিশ দিয়া হয়রানি করিয়াছে।

গতকাল এই সাংবাদিক সম্মেলনে মেধাবী ছাত্রীরা কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলিয়াছেন, কর্তৃপক্ষের ভুলে আমরা যদি পরীক্ষা দিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমরা কোথায় যাইব?